২২ নভেম্বর, ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন মানসিক স্বাস্থ্য বিধিমালার দ্রুত প্রণয়ন

বিচারিক প্রক্রিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত-করণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্তি-করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মুখ্য বক্তা ব্যারিস্টার নজরুল খসরু, বিচারক, মানসিক সাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল যুক্তরাজ্য বলেন, যুক্তরাজ্যে ফৌজদারি বিচারিক প্রক্রিয়ায় মানসিকভাবে অসুস্থ একজন অপরাধী ব্যক্তির মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার ও সম-আচরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় নেয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। একইসাথে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, তা সমুন্নত-করনেও মানসিকভাবে অসুস্থ একজন অপরাধী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে পারিবারিক সহিংসতা ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় নেয়ার বিষয়টি কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে- তার উদাহরণ ও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

খন্দকার শাহরিয়ার শাকের, আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্যানেল আইনজীবী ব্লাস্ট, বলেন- শুধু মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ ই নয়, দণ্ডবিধি (ধারা ৮৪) এবং সাক্ষ্য আইন (ধারা- ১১৮) ও অপরাধী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। অপরাধ সংঘটনের সময়ে অপরাধীর মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি যথাযথ ভাবে বিচারকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তার আইনজীবীর।

মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচারক, আইনজীবী, চিকিৎসক, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সমন্বয় ও সচেতনতা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, দণ্ডবিধি অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য না করে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বিবেচনায় আনা উচিত।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্যানেল আইনজীবী, ব্লাস্ট বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদ্বারা বিচার কার্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইনুন নাহার সিদ্দিকা, আইনজীব, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্যানেল আইনজীবী, ব্লাস্ট বলেন, সকল ক্ষেত্রে বিশেষত পারিবারিক সহিংসতা ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার নারীদের বিচার কার্যে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ, বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বরাদ্দ বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্য আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে এই আইন সংশ্লিষ্ট বিধি দ্রুত প্রণয়নের দাবী জানান।

ব্লাস্ট কর্তৃক আয়োজিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এবং ব্লাস্ট ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, জেড আই খান পান্না।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

communication@blast.org.bd